ইঁদুর

ইঁদুর

মঞ্চ নাটক

রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

প্রথম প্রকাশঃ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার মুখপত্র

ই বুক প্রকাশনাঃ ২০২১ সাল

মূল্যঃ ১০০ টাকা

The Mouse

Written by:

Sultan Muhammad Razzak

ইঁদুর

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

[মেসের একটি রুম। তিনজন বাসিন্দা। সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র। আলাদা আলাদা বিছানা, অত্যন্ত চাপাচাপি। তাদের ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে এককোণে একটি সোফিয়ার বড় সাইজের ছবি রয়েছে।

সকাল বেলা। ব্যবসায়ী দাঁত ব্রাশ করছে, ছাত্রটি তার টেবিলে বসে—সে পড়ে কি পড়েনা বোঝা যায়না।' সাংবাদিক বাইরে যাবে বলে পোশাক পরেছে—জুতার ফিতা বাঁধছে।]

সাংবাদিক : (গুনগুন করে গান গায়) কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক...

ব্যবসায়ী : সকাল বেলায় যে গান ধইরছেন ভাতিজা, আহা...

সাংবাদিক : মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নিচ্ছি। সারাদিন কোথায় কেমন কাটে বলা তো যায়না—

ব্যবসায়ী : হ, যেভাবে মানুষ গাড়ী চাপা পইড়া মরতাছে—কই যাইবেন আইজকা—?

সাংবাদিক : ঠিক নাই—রাস্তায় রাস্তায়—

(রাস্তায় একটি মিছিল যাচ্ছে তার আওয়াজ পাওয়া যায়)

ব্যবসায়ী : আপনার দিনটাই আইজকা ভালা দেখতাছি ভাতিজা। ঘরে বইসাই সবকিছু পাইতাছেন। আজ নাই কুত্তের বাঘা নাম—হুঁ—

সাংবাদিক : মিছিলের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে আপনি খুব বিরক্ত বোধ করছেন—

ব্যবসায়ী : আরে মিয়া, বুঝতে পারেননা ক্যান আমি একজন সামান্য মুদি দোকানদার—হরতাল আর মিছিলে মিছিলে আমগো ব্যবসার বাঁশ যায়—

(ছাত্রটি জানালা দিয়ে মিছিল দেখে। সাংবাদিকও এগিয়ে যায়)

সাংবাদিক : দাবী আদায় হোক বা না হোক মিছিলটা কিন্তু বেশ বড়-

ব্যবসায়ী : ছবি তুইলা লন একখান।

সাংবাদিক : মিছিলের ছবি তোলা আজকাল পুরোনো ব্যাপার—

ব্যবসায়ী : এইসব মিছিল ফিছিল কইরা কি লাভ কইতে পারেন ?

সাংবাদিক : মুনীর, উত্তরটা তুমিই দাও।

ছাত্র : আমার কোন মতামত নাই।

সাংবাদিক : কেন তুমি কি কখনো মিছিলে যাওনা ?

ছাত্র : গেছি, মাত্র দুদিন।

সাংবাদিক : মাত্র দুইদিন।

ব্যবসায়ী : নাইবা যাইতা। কিসের জন্যে গিছিলা ভাতিজা ?

ছাত্র : একদিন জীবনের প্রতি ভালোবাসায়, আরেকদিন জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায়।

ব্যবসায়ী : আধুনিক কবিতার মত কথা কইওনা ভাতিজা—মজা পামুনা—

সাংবাদিক : আপনি বেশী কথা বলেন, বুঝতে না পারলে চুপ করে থাকবেন, কথা বলবেননা।

ছাত্র : না ব্যাপার তেমন কিছুইনা—ছবি আমাকে একবার মিছিলে ডেকেছিল—তাই—

সাংবাদিক : ও হো তোমার সেই বড় লোকের পাগলী মেয়েটা—যাকে নিয়ে তুমি অনেক কবিতা লিখেছিলে—তোমার সেই কবিতাটা কিন্তু বেশ মজার ছিলো—ঐ যে—

ছবি, তুমি এমন একটি ইঁদুর
তোমাকে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছি বলে
হৃদয়টাকেও কেটে ফেল্লে—
কবিতাটা তুমি শেষ করলেনা—আমি কিন্তু ওৎ পেতে

আছি—যেই সপ্তাহে তোমার লেখাটা শেষ হবে—সেই সপ্তাহেই আমার পত্রিকায় ছাপা হবে—

ছাত্র : কবিতাটা আমি লিখবোই—আজ হোক আর কাল হোক—

ব্যবসায়ী : আরেকদিন কিয়ের লেইগা গেছিলা কইলানা তো ?

ছাত্র : আরেকদিন—এমনিতেই।

সাংবাদিক : না বলো, আমরা শুনি—

ছাত্র : বাড়ীর থেকে বাবা টাকা পাঠিয়েছে—সাথে একটা চিঠি লিখেছিল—তোমার মায়ের হাতের চুড়িগুলো বিক্রি করে টাকা পাঠানো হলো—মনের ভেতরে কেমন যেন এক ধরণের বিতৃষ্ণা জেগেছিলো সেদিন—বন্ধুদের সাথে গাঁজা খেলাম—কাজ ছিলোনা—মিছিলে গেলাম—অবশ্য আজকাল বাবার কোন চিঠিই আমাকে বিচলিত করতে পারেনা—

(মুনীর তার টেবিলের তলা থেকে একটি বই বের করতে থাকে)

ব্যবসায়ী : ঢাকা শহরের সব কাউয়া যদি এই মুহূর্তে মিছিলের উপর হাইগা দিতো আমি খুশী হইতাম।

ছাত্র : হায়—আমার বইগুলো শেষ করে দিয়েছে—

সাংবাদিক : কি ?

ছাত্র : এই দেখুন আমার বইয়ের অবস্থা।

(মুনীর তার বই তুলে দেখায়)

ব্যবসায়ী : কবিতা লিখতে চাইতাছেন তো—প্রেমে পইড়া গেছে—

(দ্রুত ব্রাশ করতে করতে বাইরে চলে যায়)

সাংবাদিক : পড়ে দেখ টেক্সটা ঠিক আছে কিনা—

(মুনীর জোরে জোরে পড়ে কয়েক লাইন)

ছাত্র : সে তার জীবনের কথা বলতে।
টেবিলের উপর একটি বিড়ালছানা

বাম হাতে গরম চায়ের কাপ
জানালার বাইরে নারকেল গাছে
অবাক হয়ে বসে থাকে—তার

সাংবাদিক : এখন ফেলে দিতে পারো বইগুলো—

(ব্যবসায়ীর পুনঃ প্রবেশ)

ব্যবসায়ী : অনেকগুলা সংবাদই পাইলেন মনে হইতাছে—

সাংবাদিক : এ সংবাদে আমার কাজ হবেনা—

ব্যবসায়ী : তাইলে কি ধরণের সংবাদ চাইতাছেন—

সাংবাদিক : আপনি যদি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মরে যান, তাহলে আমার একটা সংবাদ কালেকশান হয়—

ব্যবসায়ী : আর যদি পইড়া না মরি—খালি হাত পাও ভাইংগা যায়—

সাংবাদিক : তাইলে সংবাদ হইতে পারলেননা—

(দরোজায় নক করে কেউ—ব্যবসায়ী দরোজা খুলে দেয়—কাজের মেয়ে প্রবেশ করে)

ব্যবসায়ী : তোমারে বহুবার কইছি মাহেলা—সক্কালে না আইলে আমগো বহুৎ অসুবিধা হয়—

মাহেলা : আমনেরা তো সক্কালে আইতে কন—আমি পারুমনা—

সাংবাদিক : সকালে যদি না আসতে পারো কাজ বাদ দাও—

মাহেলা : আমি তো বাদ দিবারই চাই—আমনেরা যদি কন তাইলে আর আসুমনা—

ব্যবসায়ী : তোমারে এত কতা কইতে কইছে কেডায়—যাও—ভাত চুলায় দিয়া দাও—
(মাহেলা ভেতরে যেতে থাকে) আগে একটু চা বানাইয়া দিও—

সাংবাদিক : কাজের মেয়ে মুখের উপর কথা বলে? মুনীর, তোমাকে আগেই বলেছি অন্য জায়গায় রুম ভাড়া নাও এখানে আর থাকা যাবেনা—

ছাত্র : খুঁজছি—

ব্যবসায়ী : আমার লগে থাইকতে না চান সেইডা আলাদা কতা—তয় মাহেলা কিন্তুক ভালা মাইয়া—আমি আর্টিস হইলে ঐ অতবড় কইরা একখানা ছবি আঁইকতাম—(আঙুল দিয়ে মোনালিসা দেখায়)

সাংবাদিক : ছবিটা কার আপনি জানেন? কতবড় শিল্পী তিনি?

ব্যবসায়ী : হয় বৌয়ের ছবি, না হয় কামের বেডির ছবি—বড় শিল্পী অইমেই, কি হের কামের বেডি ছিলোনা নাকি?
(ছাত্র ও সাংবাদিক হেসে ওঠে)

(মাহেলা চা নিয়ে প্রবেশ করে—সবাই চা নেয়)

ব্যবসায়ী : বাহ্, ভাত কদ্দুর?

মাহেলা : অইতাছে- (মাহেলা ভেতরে চলে যায়)

ব্যবসায়ী : মাহেলার হাত দুইখ্যান দেখছেননি—

ছাত্র : নোংরা—

ব্যবসায়ী : কেমন নোংরা?

ছাত্র : হাতের চামড়া ফেটে ফেটে গেছে—তার মধ্যে জমেছে নোংরা তেল, হলুদ মশলার কালিঝুলি। ঘেন্না হয় খাবার সময়ে ঐ হাতের কথা মনে পড়লে, ঘেন্নায় আমার বমি আসে—মনে হয়, মনে হয় হাতদুটো রান্না করা দুটো মাংশের টুকরো ওর জীবন্ত দেহের সাথে আছে—ওয়াক্-ওয়াক্—
(বমির বেগে গলা ধরে বসে পড়ে—সাংবাদিক ওকে বাথরুমে নিয়ে যায়)

ব্যবসায়ী : বমি কইরা ফেলেন ভাতিজা—
(সাংবাদিক ফিরে আসে)

সাংবাদিক : কাউকে বমি করতে দেখলে আমারও বমি বমি লাগে—

ব্যবসায়ী : মন কইলে আপনেও যানগা—বমি কইরা আসেন—

সাংবাদিক : আজকাল আমি চেক করতে পারি—গত বছর মেথরদের উপর দীর্ঘ একটা কাজ করেছিলাম—মাসখানেক লেগেছিলো। ওতেই আমার নাকের ঘ্রাণ শক্তি গেছে— নাকে আমি আর ঘ্রাণ পাইনা—তবে চোখে নোংরা দেখলে—ঐ বমি বমি ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ......ওয়াক, (তাড়াতাড়ি বমি চেপে একটা সিগারেট ধরায়)

ব্যবসায়ী : একটা সিগারেট দিবেন--চা খাইলে আমার আবার সিগারেটের নেশা পায়—(সাংবাদিক সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়—ব্যবসায়ী সিগারেট ধরায়—টান দেয়—হঠাৎ একটি ইঁদুর দেখতে পায়- মুখে আঙ্গুল দিয়ে শব্দ না করার ইংগিত করে)

সাংবাদিক : মারা চাই– (তারা দুজনে ইঁদুরটিকে ঘিরে ধরে—সাংবাদিক তার জুতা খোলে—ছুঁড়ে মারে) হেশ্-শালা—

ব্যবসায়ী : হা-হা-হা—হালার বেটায় বড় চালাক চতুর—

সাংবাদিক : হাসবেননা—একটা সামান্য ইঁদুর আমাদের সবকিছু আস্তে আস্তে কেটে শেষ করবে, আর আমরা তা দেখবো তা হতে পারে না—এর একটা ব্যবস্থা করা উচিৎ—আপনার দোকানে নিশ্চয়ই ইঁদুর মারা বিষ আছে?

ব্যবসায়ী : তা আছে—

সাংবাদিক : আপনি কি আনতে পারবেন– ?

ব্যবসায়ী : আজ তো হরতাল—কাইলকা আনবার পারি—
(মুনীর ধীরে ধীরে প্রবেশ করে—সাংবাদিক তার ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে দেখে। তার ক্যামেরার বেল্টটি কাটা)

সাংবাদিক : ওহ্, এই দেখ, দেখ মুনীর হারামজাদাটা কি সর্বনাশ করেছে—

ছাত্র : হায় হায় ইঁদুরে কেটেছে!

ব্যবসায়ী : সবকিছুই খাইতাছে দেখতাছি —

(সাংবাদিক তার জুতা কুড়িয়ে আনে — পরে)

ছাত্র : শুধু বই-ই কাটেনা—ক্যামেরাও কাটে—

সাংবাদিক : ইঁদুরটাকে আমি দেখবো— (রাগে গজ গজ করতে করতে সে বেরিয়ে পড়ে)

ব্যবসায়ী : লিইখা ফেলেন আমগো একটা ইন্দুর আছে—ইহার চারিখানা পা একটি লেজ—

ছাত্র : সত্যি সত্যি আমার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

ব্যবসায়ী : লিইখা ফেলেন ভাতিজা—আমি গোসল কইরা আসি—
(মুনীর তার টেবিলে দ্রুত কিছু লিখতে থাকে—ব্যবসায়ী তার মাথায় তেল দিয়ে গোসল করতে যায়)

ছাত্র : কবিতার নাম ইঁদুর—
ইঁদুর লেগেছে, আমার ঘরে বাইরে
আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রাংগণ জুড়ে ইঁদুরের বাসা
আমি প্রতি রাতে অন্ধকারে ছাদে শুয়ে
যে নক্ষত্র খচিত আকাশ দেখি—সেখানেও ইঁদুর—
কৃষকেরা সবাই আহাজারি করছে, এবার অদ্ভুত
ভালো ফসল হয়েছিল তাদের, তারা ভেবেছিলো
প্রতিটি ঘামের বিন্দু এবার রচনা করবে সুখ
কিন্তু প্রতিটি দানায় ছিলো ইঁদুর—
আমি গতরাতে আকাশে কালপুরুষ ও ধ্রুবতারায়
লক্ষ লক্ষ ইঁদুরকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি—
আমি জানি—টের পাই—আমার ভেতরেও ঢুকেছে
ইঁদুর—সে আমার স্বপ্ন খেয়ে ফেলে............
আমার ঘর খায়—আমার ইতিহাস, রাজনীতি
অর্থনীতি—সবকিছুই তার খাদ্য—

(ব্যবসায়ী মাথা মুছতে মুছতে প্রবেশ করে)

ব্যবসায়ী : কদ্দুর অইলো ?

ছাত্র : প্রায়ই শেষ করে ফেলেছি—শুনবেন—

ব্যবসায়ী : রাখেন রাখেন ভাতিজা, আপনেগো মতন বেকার যুবক-দের আধুনিক কবিতা শোনার ধৈর্য্য আমার নাই—পারেন তো পল্লী কবি হন—দাম পাইবেন—জরিনা সুন্দরীর কবিতা শুনছেন ?

ছাত্র : শুনি নাই—আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন—

ব্যবসায়ী : এইতো ভাতিজা বড় লজ্জায় ফেইল্যা দিলেন—খেলতে খেলতে খেলোয়ার—আর জানতে জানতে জানোয়ার—আমি সাধারণ মুদি দোকানদার ভাতিজা—আর কিছুনা—

(মাহেলা প্রবেশ করে)

মাহেলা : খানা রেডি অইছে খাইয়া লন— (সে ঘর ঝাড়ু দিতে থাকে)

ব্যবসায়ী : খাইবেননা ভাতিজা ?

ছাত্র : আপনি খেয়ে নেন—আমার শরীর খারাপ—জ্বর জ্বর লাগছে—

ব্যবসায়ী : পরে খাইয়া লইও—(ব্যবসায়ী ভেতরে যায়)

ছাত্র : তোমার বাড়ী কোথায় মাহেলা ?

মাহেলা : তেতুলিয়া—

ছাত্র : তেতুলিয়া—এখানে আসলে কেমন করে—

মাহেলা : কেমনে আবার, ইন্দুরের মত মাঠের ফসল খাইতে খাইতে এদ্দুর—

ছাত্র : তোমার বাবা মা ভাই বোন ?

মাহেলা : আছে—দেহেনা আমারে—

ছাত্র : স্বামী নাই তোমার ?

(মাহেলা তার স্বামীর কথা শুনে চমকিত হয়)

মাহেলা : (মাহেলা বিড় বিড় করে কথা বলে; মুনীর তা লক্ষ্য করেনা) এক ইন্দুরে জিগায় আরেক ইন্দুরের কুশল—কয়দিন কেরায় কার কথা মনে রাখে—মনে রাখার সময়

কই আমার—কেরায় আমার মা ছিল, কেরায় আমার বাপ, কেরায় ছিল সোয়ামী। সোয়ামী হারামজাদারে তো ভুলছি আগে—ভুইলা গেছি সব—ষোল বছর বয়সে তার সাথে আমার বিয়া অইছিলো—সেকি বিয়া—পাড়ার মেয়েগুলারে সাথে খেলছিলাম, মা আইসা কইলো—চল তোর বিয়া অইবো—বাড়ীৎ আইলাম, বিয়া অইলো—বাসর ঘর সাজাইছিলো আমার ছোটবোন—রাইতের বেলায় উনি আইলো—অনেকক্ষণ বইসা—কি কইবো—কতাই তো জানিনা—আমার শইলে মশা লাগছে—আমি হাত তুলতে পারতেছি না লজ্জায়—শেষ পর্যন্ত উনি কইলো—মাহেলা, মাহেলা খাতুন লাইলী মজনুর হাস্তর হুনছো—লজ্জায় বাঁচিনা—মাতাখ্যান একটু বাতাসে কাঁপছিলো—তাতেই উনি খুশী হইয়া কইলো আমি তোমারে মজনুর চাইতেও বেশী ভালোবাসি—উনার বাঁও গালের উপর পাটিতে একখ্যান উঁচা দাঁত ছিলো—হাসলে এত সুন্দর লাইগতো—(মাহেলা আবার ঘর ঝাড়তে শুরু করে—কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে বলতে শুরু করে) ঐ বড় ফডোডার মতন কতদিন তারে এই বুকের মইধ্যে ধইরা রাখছি—কি জানি আমার কতা তার মনে পড়ে কিনা—জেলের দেওয়াল ভাইংগা তার কাছে যাওনের তো উপায় নাই—তাও মনডা পক্ষির মতন আসমানে উইড়া বেড়ায়—যদি এক নজর দেখতে পাইতাম ... ...

ছাত্র : তোমার কি বিয়ে হয় নাই? চুপ করে আছো কেন?

মাহেলা : অইছে—

ছাত্র : কোথায় থাকে সে?

মাহেলা : জেলে—

ছাত্র : কেন?

মাহেলা : গত আকালের বছরে আমগো দেশে বড় কষ্ট অইছিলো—সরকারে রিলিফ দিছিলো—সেই রিলিফ চেয়ারম্যানে

কাউরে দিতোনা—সারা গাঁর মানুষ কান্দেকাটেও কিছু পাইতো না—একদিন রাইতের বেলা আমগো উনার সাথে গেরামের জোয়ান মানষেরা রাতভর গাসুর গুসুর কইরলো—শেষ রাইতে তারা বার অইয়া গেল—পরদিন শুনলাম চেয়ারম্যান সাবরে কারা জানি খুন কইরছে—

ছাত্র ঃ জন্তটাকে মারাই উচিৎ ছিলো—

মাহেলা ঃ পরদিন আমার সোয়ামীরে পুলিশে ধইরা নিয়া গেল—

ছাত্র ঃ তাইলে তো তোমার বড় কষ্ট—

মাহেলা ঃ পয়লা পয়লা ভাবতাম কেমনে বাচুম—কিন্তুক অহনো বাঁইচা আছি ভাইজান—মরি নাই—তাইলে আমি যাইগা ভাইজান—

ছাত্র ঃ তুমি বিকেলে এসো—চাবিটা নিয়ে যাও—আমার শরীরটা খারাপ যদি আমি ভাত না খাই তুমি খেয়ে নিও—

(মাহেলা খাতুন চলে যায়)

(ব্যবসায়ী প্রবেশ করে দেয়ালে ঝুলানো ছোট্ট আয়নায় নিজেকে দেখে—চুল আঁচরায় শার্ট গায়ে দিয়ে বের হতে থাকে)

আপনি বাসায় থাকবেননা—

ব্যবসায়ী ঃ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিগা ভাতিজা—চান্স পাইলে দোকান খুলুম— (প্রস্থান)

(মুনীর সার্ট গায় দেয়—আয়নার সামনে দাঁড়ায়)

ছাত্র ঃ জীবনে একটি ভালো কবিতাও আমি লিখতে পারলামনা—তোমাকে নিয়ে আমি একটি অন্তত ভালো কবিতা লিখতে চাই—যার অন্তরে আমার সমস্ত ভালোবাসা—আমার সমস্ত সুখ—আমার বেদনা ফুটে থাকবে—

(মোনালিসার ছবির পেছন থেকে ছবি বেরিয়ে আসে)

ছবি ঃ দেখ, আমাকে নিয়ে কোন কবিতা লেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা—তুমি বরং এমন কবিতা লিখতে

চেষ্টা করো—যার ভেতরে দেশ—জাতি—মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রকাশ পায়—

ছাত্র : তার মানে আগুন ঝরানো কবিতা? মাফ চাই বাবা আমার ভেতরে আগুন নাই—

ছবি : না আমি তা বলছিনা—আমি বলছি—জীবনের কথা তুমি তোমার কবিতায় লিখবে—ধরো, গুলিস্তানের চত্বরে এক মহিলা ভিখিরী আছে দেখেছো হয়তো তার হাত পা নাই—ভিক্ষে করে—তবু সে তার লম্বা চুল পরিপাটি করে বাঁধে—সে বেণীতে থাকে লাল ফিতার ফুল—চোখে কাজল আঁকে—আমি সেইরকম একটি কবিতা তোমার কাছে চাই—যেখানে বেঁচে থাকার প্রবল আকুলতা আছে।

ছাত্র : আমার কাছে কি তুমি শুধুই কবিতা চাও—আর কিছু কি নয়?

ছবি : আর তেমন কিছুই তোমার কাছে আমার চাওয়া নাই—আমি একজন কবি তৈরী করতে চাই—

ছাত্র : আর কিছু নয়? ছবি তুমি ভেবে দেখ, আবার ভেবে দেখ, আর কিছুই তোমার চাওয়া নাই। (মুনীর মঞ্চের সামনে আসে ব্যথিত ভাবে। ছবি মোনালিসার ছবির মধ্য দিয়ে চলে যায়। মুনীর মোনালীসার ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে—শুধু ফ্রেমটি সেখানে থেকে যায়। সে বাইরে চলে যায়—কিছুক্ষণ পরে সাংবাদিক প্রবেশ করে তার হাতে একটি বিষের বোতল)

সাংবাদিক : হায় কেউ নেই ঘরে—এই হরতালের দিন সবাই বাইরে। এরা কি সবাই আমার পেশাকে নিতে চাচ্ছে নাকি—তা যাক, এইযে বাবাজী ইঁদুর তোমার জন্য বিষ এনেছি—দেখা যাক তোমার ভবের লীলা সাংগ হতে কত সময় লাগে এইবার—হা-হা-হা—আমার ক্যামেরার ফিতাতে তুমি কামড় বসিয়েছ—বুঝতে পারো নাই—কোথায় হাত

দিয়েছি—যাই দেখি ভাত পাওয়া যায় কিনা - মিশিয়ে রাখি—

(সাংবাদিক ভেতরে চলে যায় - এবং বিষ ভাতের সাথে মিলিয়ে আবার মঞ্চে প্রবেশ করে)

অনেকগুলো ভাত ছিলো—মিশিয়ে রেখে এলাম—ইঁদুর মহারাজা তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠি একত্রে এই ভাত খেতে পারবে, প্রাণ ভরে খাও—আমি ফেরৎ এসেই দেখবো শত শত ইঁদুর এই ঘরে মরে পড়ে আছে—উহ্—গন্ধে চারদিক ভরে যাবে - যাক—আমি প্রয়োজন হলে মেথর ডাকবো—তাও—ইঁদুরের মৃত্যু চাই— (বের হয়ে যায়, মাহেলা খাতুন প্রবেশ করে)

মাহেলা : হায় আল্লা, ছবিডা ছিঁড়লো কেডায় ? ভালো একখান ছবি ছিলো তাও ছিঁড়া ফেল্লো—পাগল নাকি যারা এই-হানে থাহে—যাউক, আমার অত ভাবনা কিয়ের—এডা কি আমার সংসার নাকি—নাকি এরা আমার কেউ আত্মীয়— (সে রান্না ঘরে যায়। কিছুক্ষণ পরে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে আসে)

মুনীর ভাইডা ভালা মানুষ—ভাতগুলান আমার জইন্যে রাইখা গেছে—খাইলাম। আল্লা তারে বড় মাষ বানাক- (সে ছবির ফ্রেমের উল্টো দিকে যায়—ফ্রেমের ভিতর দিয়ে দর্শকের দিকে তাকায়)

আমি কি একখানা বড় ছবি হইছি—কেমন লাগতাছে আমাক দেখতি—ভুতির মত ? আমার পাশে যদি হেই মানুষটা থাইকতো—শইলডা একটু হুকাইছে—দেহিনা আয়না দিয়া... (সে দেয়াল থেকে আয়নাটা নিয়ে আসে ফ্রেমের ভেতর দিয়ে তাকে দেখে, খুশী হয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে—আবার দেখে—আবার। তার শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়)

আমি কি খাইলাম, আমার ক্যানে বাবার কতা মনে পড়তাছে—আমার ক্যানে মার কতা মনে পড়তাছে—আমার ক্যানে হেই লোকটার কথা মনে পড়তাছে—আমার—আমার—আমা— (মারা যায়)

(সন্ধ্যার দিকে ব্যবসায়ী আসে—দরোজা খুলে সে মাহেলার লাশ দেখতে পায়—দৌড়ে কাছে যায়—পালস দেখে—নীরবে এসে বিছানায় বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মুনীর ও সাংবাদিক প্রবেশ করে)

সাংবাদিক ঃ এইবার গুণে দেখো কয়টা মরলো—

ব্যবসায়ী ঃ একটা মরছে ঐ দ্যাহেন—

(তারা দৌড়ে মাহেলার মৃত দেহের কাছে যায়—নীরবে উঠে দাঁড়ায়)

এই সংবাদটাও বোধহয় ছাপা অইবো না—এডাও যে একটা ইন্দুর............ ......